গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন অনিয়ম সংক্রান্ত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক ১৯৭৬ সালে গৃহীত পরীক্ষামূলক প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে টাঙ্গাইলে সম্প্রসারিত প্রকল্পে সাফল্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান ও তা আদায় নিশ্চিতকরণের ধারণার উদ্ভব ঘটে। অধ্যাপক ইউনূসের প্রস্তাবমত বাংলাদেশ সরকার এ প্রকল্পকে একটি ব্যাংকে রূপান্তর করে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের উদ্যোগ নেয়। ফলশ্রুতিতে ঋণ ও সঞ্চয়ভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে যুগোপযোগী ও টেকসই রূপ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে এক অধ্যাদেশ (Grameen Bank Ordinance, 1983-১৯৮৩ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) বলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের মোট ৩ (তিন) কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধনের ৬০% (১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) সরকার প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ধারা ৪ এর ৩ উপ-ধারার মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংককে ব্যাংক কোম্পানী আইন ও এসদসংক্রান্ত অন্যান্য আইনের বিধি-বিধানের আওতামুক্ত রাখা হয়। একই অধ্যাদেশ-এর ৩৩ ধারার আওতায় গ্রামীণ ব্যাংককে আয়কর অব্যাহতি দেয়া হয়।

০২। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য নিশ্চিত করতে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোক্তার ব্যক্তিত্ব, নিবেদন ও উদ্ভাবনশীলতা বিবেচনা করে সরকার গ্রামীণ ব্যাংককে অধ্যাপক ইউনূস এর ইচ্ছামত চলতে দেয়। ফলে তিনি নিজের মত করে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং ব্যাংক পরিচালনায় আইন-কানুন ও নিয়মাবলী অনুসরণে তেমন যত্নবান ছিলেন না। পরিচালনা পর্ষদ বা তার চেয়ারম্যান এসকল বিষয়ে কখনো কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। নব্বই-এর দশকে নরওয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের কিছু বিষয় খতিয়ে দেখতে চায়। সরকার তখন এ বিষয়টি গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করতে বলে।

০৩। ১৯৯৯ সালে ব্যাংকের চাকুরী বিধিমালা অনুসরণ না করে পরিচালনা পর্ষদ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে তাঁর বয়স ৬০ বছর হওয়া সত্ত্বেও অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিযুক্তি দেয়। এ নিযুক্তিতে আইনের তোয়াক্কা করা হয়নি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনও নেয়া হয়নি। এই অনিয়মিত নিযুক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৯৯ সালেই তাদের পরিদর্শনকালে মন্তব্য রাখে। মূলতঃ এই অবহেলা থেকেই সব অনিয়মিত কর্মকান্ডের সূচনা ও প্রসার ঘটে। ২০১০ সালে নরওয়ে টেলিভিশনে প্রচারিত একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই বিষয়টি সামনে আসে এবং তখন এই বিষয়ে তদন্তের দাবি উঠে। এরই প্রতিফলন হিসেবে ২০১১ সালে অধ্যাপক ইউনূসকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। অধ্যাপক ইউনূস তখন আদালতের আশ্রয় নেন এবং আদালতের রায় অনুযায়ী ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন।

০৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৩ জুলাই, ২০০৪ তারিখের ২১৬-আইন/আয়কর/২০০৪/নম্বর এস,আর,ও মূলে সরকার আবাসিক/অনাবাসিক মর্যাদা নির্বিশেষে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বাংলাদেশের বাইরে উদ্ভূত আয়কে Income-tax Ordinance, 1984 এর আওতায় প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করেছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই, ২০০৪ সালে থেকে জুন, ২০১১ পর্যন্ত (৭ অর্থ বছর) সময়কালে মোট ১৩৩টি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানী, ১০টি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও ১৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে রয়্যালটি বাবদ মোট ৫০ কোটি ৬১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৮৮ টাকা করমুক্ত আয় হিসেবে আয়কর নথিতে প্রদর্শন করে মোট ১২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩ শত ৯৭ টাকা আয়কর অব্যাহতির সুবিধা গ্রহণ করেছেন। বিদেশ থেকে এ সম্মানী, পুরস্কার বা রয়্যালটি গ্রহণের পূর্বে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ড. ইউনূস ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেন নি। ড. ইউনূস কর্তৃক করমুক্ত আয় হিসেবে দাবীকৃত অর্থের বছর-ভিত্তিক তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো:

করবর্ষ	করমুক্ত আয় হিসেবে প্রদর্শিত (টা:)	আয়কর অব্যাহতির পরিমাণ (টা:)
২০০৫-০৬	৪৩,০৯,৯৪৬.৪	১০,৭৭,৪৮৬.৬০
২০০৬-০৭	৩৮,৮২,৯২৩.৭৪	৯,৭০,৭৩০.৯৪
২০০৭-০৮	৯,১৪,৫৮,৪৮৯.৩৫	২,২৮,৬৪,৬২২.৩০
২০০৮-০৯	১০,৪০,২৪,৮৩২.৬	২,৬০,০৬,২০৮.১৫
২০০৯-২০১০	১৮,৯৯,২৮,৭৩১.২	৪,৭৪,৮২,১৮২.৮০
২০১০-২০১১	৬,৬০,৪৪,০৯২.৩৮	১,৬৫,১১,০২৩.০৯
২০১১-২০১২	৪,৬৫,৩৬,৫৭২.৫৯	১,১৬,৩৪,১৪৩.১৫
মোট	৫০,৬১,৮৫,৫৮৮.৩	১২,৬৫,৪৬,৩৯৭.০৩

০৫। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ০৫.০৫.২০১১ তারিখে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন 'পাবলিক সার্ভেন্ট'। ফলে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে দেশি-বিদেশি কোন সংস্থার কাছ থেকে কোন সম্মাননা, পুরস্কার ও রয়্যালটি গ্রহণের পূর্বে পরিচালনা পর্ষদ/সরকারের পূর্বানুমতি নেয়া

প্রয়োজন ছিল। আলোচ্য ক্ষেত্রে ড. মুহাম্মদ ইউনূস তা করেননি। ফলে তাঁর বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশ হতে সম্মানী, পুরস্কার ও রয়্যালটি বাবদ অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করায় পুরো বিষয়টিই প্রশ্নের সম্মুখীন। তবে গ্রামীণ ব্যাংকের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৬০ বছর বয়সসীমা অতিক্রম করার পর বিদেশ ভ্রমণের জন্য তিনি কোন অর্থ ব্যাংক থেকে নেননি এবং বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে পর্ষদের পূর্বানুমোদন না নিলেও পর্ষদ চেয়ারম্যানকে মৌখিকভাবে অবহিত রাখতেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের উক্ত রায়ে জুন ২০০০ সময়ে ড. ইউনূসের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় তার পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে আসীন থাকাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। দশ বছর যাবৎ আইন বহির্ভূতভাবে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে তিনি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাসহ মোট (২,০০,১৬৩ টাকা আয়করসহ) ৫২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭০৪ এবং বিভিন্ন ভাতাদি কর্তনের পর নীট ৩৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৮০১ টাকা গ্রহণ করেছেন। সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত একটি গাড়ির যাবতীয় খরচ ব্যাংক বহণ করতো। তবে ড. ইউনূস গাড়ির জ্বালানী বাবদ মাসে ২০০ টাকা ব্যাংককে পরিশোধ করতেন এবং বাসার গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল নিজেই বহন করতেন। তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে অফিসে ১টি টেলিফোন, বাসায় ২টি টেলিফোন, ১টি ইন্টারনেট কানেকশন, ১টি পিএবিএক্স ফোন ব্যবহার করতেন এবং অফিসে ৪টি পত্রিকা রাখতেন।

০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত সময় অধিষ্ঠিত থাকাকালে গ্রহণকৃত বেতন-ভাতাদি সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানায় যে, বিএসআর ১ম খন্ডের ২৬ বিধি মতে একজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কর্মকালের জন্য বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করতে পারেন। বিএসআর ১ম খন্ডের ২৬ বিধি মূলতঃ "Quantum Merit" নীতি হতে উদ্ভূত যার অর্থ হল চুক্তি বহির্ভূত পরোক্ষ অনুমোদিত কাজের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত পরিমাণ বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে।

০৭। গ্রামীণ ব্যাংক ভবনের ১৬ তলায় ১১ হাজার বর্গফুটের জায়গা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ইউনূস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রফেসর ড. এ কে মনোয়ার উদ্দীন আহমেদ এর নেতৃত্বে গঠিত গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কিত রিভিউ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নোবেল লরিয়েট ট্রাস্ট মাত্র ১ হাজার টাকা মাসিক ভাড়ার এক চুক্তির মাধ্যমে উক্ত জায়গা বরাদ্দ নিয়ে আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে তা একই ভাড়ায় ইউনূস সেন্টারকে বরাদ্দ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহারের জন্য নামমাত্র ভাড়ায় ব্যাংকের জায়গা ব্যবহার করায় ব্যাংক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

০৮। গ্রামীণ ব্যাংকের আয়কর নথি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ এ সমাপ্ত আয় বছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংকের 'Revolving fund' থেকে ৩৪৭,১৮,৪৯,৪৭৩ টাকা এবং একই ব্যাংকের "Social advancement fund' থেকে ৪৪,২৫,১২,৬২৫ টাকা সর্বমোট ৩৯১,৪৩,৬২,০৯৮ টাকা ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে 'গ্রামীণ কল্যাণ' নামক সহযোগী প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ও কর্মীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন বহুমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য 'গ্রামীণ কল্যাণ' নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুযায়ী "Borrowings from banks and foreign institutions" খাতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে গ্রামীণ কল্যাণ পুনরায় গ্রামীণ ব্যাংককে ৩৮৭,৫১,৬২,০৯৬ টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এ বিষয়ে সংগঠিত অনিয়ম হচ্ছেঃ

- গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংক কেবলমাত্র ভূমিহীনদেরকে ঋণ দিতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানে তহবিল স্থানান্তর গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ১৯ ধারার সুস্পষ্ট লংঘন হয়েছে;
- ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে উপরিউক্ত অর্থ 'গ্রামীণ কল্যাণ' নামক প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর দাবী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তহবিল স্থানান্তর না হওয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের যে সম্পদ বিদ্যমান ছিল, তার উৎস হিসেবে 'গ্রামীণ কল্যাণ' থেকে উক্ত অর্থ পুনরায় একই দিনে ঋণ হিসেবে কাগজে-কলমে স্থানান্তর প্রদর্শন করতে হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্পদের বিপরীতে তহবিল না থাকলে 'অব্যাখ্যায়িত আয়' হিসেবে বিবেচনাযোগ্য অর্থের উপর প্রযোজ্য আয়কর গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আয়কর অব্যাহতি কর্তন এসআরও নং ৯৩-আইন/২০০০ এর শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে;
- তহবিল স্থানান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ কল্যাণের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় মে, ১৯৯৭ সময়ে। অথচ তহবিল স্থানান্তর দেখানো হয়েছে ডিসেম্বর ১৯৯৬ সময়ে অর্থাৎ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রায় ৫ মাস আগে;
- সরকার গ্রামীণ ব্যাংককে আয়কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়েছে কিন্তু গ্রামীণ কল্যাণকে দেয়নি। তাই তহবিল স্থানান্তর আইন বহির্ভূতভাবে হয়েছে;
- গ্রামীণ ব্যাংক থেকে গ্রামীণ কল্যাণে স্থানান্তরিত উপরে উল্লেখিত অর্থ প্রকৃতপক্ষে ১ জানুযারি ১৯৯৭ তারিখের পর স্থানান্তরিত হয়েছে। অডিট রিপোর্টে হিসাব মিলোনোর প্রয়োজনে উক্ত অর্থ স্থানান্তর ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে দেখানো হয়েছিল;
- এছাড়াও ১ জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখের পর গ্রামীণ ব্যাংকের "Social advancement fund" থেকে ৩,৯৪,১৩,০৬৫ টাকা গ্রামীণ কল্যাণ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ তহবিল স্থানান্তর কার্যক্রম সঠিক ছিল না বিধায় প্রদত্ত তহবিল গ্রামীণ ব্যাংককে ফেরত প্রদানের জন্য দাতা সংস্থা NORAD ২৬ মে ১৯৯৮ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করে; এবং

- গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৪৯তম সভার (২৮ জুলাই ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত) কার্যবিবরণী অনুযায়ী দাতা সংস্থা NORAD এর ২৬ মে ১৯৯৮ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক Endowment Fund হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখ পর্যন্ত গ্রামীণ কল্যাণের নিকট হস্তান্তরিত ৩৯১,৭০,১৪,৪১৩ টাকা থেকে NORAD এর ৭৫,৪৫,৭৩,০৯৩ টাকা গ্রামীণ কল্যাণ থেকে গ্রামীণ ব্যাংকে প্রত্যার্পন করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। ঋণের টাকা সম্পর্কে গ্রামীণ ব্যাংক কোন স্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি।

০৯। ১৩ এপ্রিল ২০০০ সনে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৯৩-আইন/২০০০ অনুসারে ০১-০১-১৯৯৭ হতে ৩১-১২-২০০০ পর্যন্ত সময়ে গ্রামীণ ব্যাংকের আয়ের উপর আরোপনীয় আয়কর, সুপার ট্যাক্স ও মুনাফা কর প্রদান থেকে অব্যহাতি দেয়া হয় এ শর্তে যে, প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশসহ উক্ত করের অর্থ একটি পুনর্বাসন তহবিল গঠন করে তাতে জমা করতে হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের পুণর্বাসনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ খ্রিঃ এ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও-৩৬/আইন/২০০৩ এ "০১-০১-২০০১ ইং তারিখ হইতে ৩১-১২-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে" উপরোক্ত এস,আর,ও নং ৯৩-আইন/২০০০ এর অনুরূপ শর্তে গ্রামীণ ব্যাংককে আয়কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী পুনর্বাসন তহবিল গঠিত হলেও ১৯৯৯ হতে ২০০৩ পর্যন্ত ৫ বৎসরে আলোচ্য তহবিলের ব্যবহার হয়েছে মাত্র ১.৩০ লক্ষ টাকা । ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকারী বন্যার পরও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পুনর্বাসন তহবিলের ব্যবহার খুবই অপ্রতুল। ফলে স্পষ্টতঃ উক্ত প্রজ্ঞাপনদ্বয়ের শর্ত লংঘিত হয়েছে। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে গ্রামীণ ব্যাংকের আয়কর রিটার্নের সাথে সংযোজিত অসত্য হিসাব বিবরণী (অডিট রিপোর্ট) তৈরীতে সহায়তাকারীগণ জড়িত থাকায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৬৫ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে প্রতীয়মান হয়।

১০। গ্রামীণ ব্যাংকের ১৩টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আয়কর নথিসমূহ পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, (১) গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন, (২) গ্রামীণ ডানোন ফুডস লিঃ, (৩) গ্রামীণ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ, (৪) গ্রামীণ কমিউনিকেশন্স, (৫) গ্রামীণ শক্তি, (৬) গ্রামীণ উদ্যোগ, (৭) গ্রামীণ ট্রাষ্ট, ও (৮) গ্রামীণ কল্যাণ আইন বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন আয়কর সুবিধা নিয়েছে।

১১। বিগত ২২/৩/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৭৬ তম সভায় ড. ইউনূসের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান প্যাকেজেস কর্পোরেশনকে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রদত্ত মূলধন ঋণ ও চলতি ঋণের সুদের হার ১০%, ১২% ও ১৬% এর পরিবর্তে ৫% এ পূণঃনির্ধারণ করে হিসাব নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গ্রামীণ ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনা করা হয়নি। উল্লেখ্য, উল্লেখ্য, গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ শুধুমাত্র ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ব্যবহার করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১২। উপরে উল্লিখিত তথ্যাদি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকটি পরিচালনায় একচ্ছত্র স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রচলিত আইন-কানুনের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। সরকার অথবা পরিচালনা পর্ষদ অধ্যাপক ইউনূসকে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন এসব কর্মকান্ড নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি।

১৩। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপরিউক্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন অনিয়মের প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে নির্দেশ দেয়া হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনে আইন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেয়া হয়।